প্রথম আলো

তারিখ 24 FEB 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

উচ্চশিক্ষা ■ সাইফুদ্দীন চৌধুরী

অতঃপর দেশে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়'

যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে যখন উত্তাল সারা দেশ, তখনই চূড়ান্ত ঘোষণা এল দেশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। কেবল রবীন্দ্রানুরাগী কিংবা রবীন্দ্রভক্তদের কাছেই নয়, দেশের সব শ্রেণীর মানুষই যে এ সংবাদে আনন্দিত, তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রস্তাবিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস স্থাপিত হবে রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম জমিদারি ইউসুফশাহী পরগনার (ডিহি) শাহজাদপুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুটি ক্যাম্পাস হবে—পূর্ববঙ্গের ঠাকুর-জমিদারির কালিগ্রাম পরগনার নওগাঁর পতিসরে এবং কুষ্টিয়ার ইবরাহিমপুর পরগনার শিলাইদহে। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। অস্থায়ীভাবে শাহজাদপুর 'রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি'তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ শুরু হবে, ক্লাস হবে স্থানীয় সরকারি কলেজে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তি হবে বলে জানা গেছে।

সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি শাহজাদপুরে সরেজমিনে এসে ইতিমধ্যেই স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য সম্ভাব্য স্থান দেখে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য একটি স্থান—শাহজাদপুর উপজেলা শহরের উত্তরে, পারকোলা মৌজার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ধার ঘেঁষে। যদিও ফসলি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, কিন্তু এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হলে জমি উন্নয়ন করতে হবে না, কিছু ভৌত সুবিধাও পাওয়া যাবে। অধিকন্তু ক্যাম্পাসটি মহাসড়কের ধারে হওয়ায় যাতায়াতব্যবস্থায় কোনো ঝক্কি-ঝামেলায় পড়তে হবে না শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। কমিটির দেখা সম্ভাব্য অপর স্থানটি শাহজাদপুর উপজেলা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাউতারা মৌজায়। বলা বাহুল্য, কবিগুরুর এখানে ৬০০ বিঘা জমি রয়েছে, এর সবটাই খাসজমি। তাই জমি অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে কোনো বিপত্তি ঘটার আশঙ্কা নেই বলে সবাই মনে করেন।

পূর্ববঙ্গে জমিদারি পরিচালনাকালে রবীন্দ্রনাথ কেবল শুধু সাহিত্য সৃষ্টিই করেননি, আরও অনেক গুণের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী দার্শনিক হয়ে ওঠেন পূর্ববঙ্গে বাসকালেই। বাউলগান, বিশেষ করে লালন ফকিরের গানই তাঁকে যেন মানবধর্মে দীক্ষা দান করেছিল। ১৯২৯ সালে লন্ডনে হিবার্ট বক্তৃতায় বস্তুত অর্থে লালন শাহের মানবধর্মের কথাই বলেছেন। পূর্ববঙ্গের জীবনেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে নতুন এক ধারার অন্তর্ভুক্তিও ঘটে। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্ম হয় এ সময়ই। ১৮৯৩ সালের ১১ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ যখন 'পদ্মাবোটে' করে শাহজাদপুর থেকে চলনবিল হয়ে নওগাঁর পতিসরের কাচারিবাড়ি যাচ্ছিলেন, তখনই প্রথম পরিচয় ঘটে লোকসাহিত্যের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বৌদি কাদম্বরী দেবীকে এক চিঠিতে লিখেছেন:

'ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকায় অনেকগুলো ছোকরা ঝপঝপ করে দাঁড় ফেলছিলো এবং সেই তালে তালে গাচ্ছিল:

যোবতী ক্যান বা কর মন ভারী
পাবনা থাক্যা আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরী।

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে সংগীত রচনা করেছেন, আমরাও ওভাবে ঢের লিখেছি কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিংবা নন্দনকানন থেকে পরিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই। কিন্তু এ অঞ্চলের, লোক সুখে আছে বলতে হবে। অল্প ত্যাগ স্বীকারেই যুবতীর মন পায়।'

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সে সময় থেকেই লোকসাহিত্যের প্রতি কবির কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। পরগনার মানুষদের কৃষিকাজে সহায়তা করার জন্য নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে স্নাতক করে নিয়ে এসেছিলেন। গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্যই নোবেল পুরস্কার পাওয়া অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রবীন্দ্র-গবেষক, রবীন্দ্রভক্ত ও বিশিষ্টজনদের কথা, ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ববঙ্গে কবির বিভিন্ন উদ্যোগের কথা, দার্শনিক অনুভূতির কথা যেন অবশ্যই স্মরণ করা হয়। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যেন সেসব বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁদের বক্তব্য শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে মানববিদ্যার বিষয়গুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁদের অভিমত—রবীন্দ্র অধ্যয়ন, তুলনামূলক ধর্ম, ফোকলোর, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সংগীত, নাটক, চারুকলা, নন্দনতত্ত্ব, পল্লি উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় রেখে এটিকে পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর দুটি ক্যাম্পাস নওগাঁর পতিসর সম্পূর্ণরূপে কৃষি অনুষদ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এখানে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। শিলাইদহ ক্যাম্পাসে হয়ে উঠতে পারে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যয়ন কেন্দ্র। মোদ্দা কথা, রবীন্দ্রনাথের নামে প্রতিষ্ঠিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ববঙ্গের রবীন্দ্রনাথকেই খুঁজে পেতে চান বাংলাদেশের মানুষ।

● ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী: গবেষক। অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
pr_saif@yahoo.com